খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 12 ● Bardhaman ● 30 November 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

গুড়াপে চার বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে, প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলির গুড়াপ থানার অন্তর্গত চোপা গ্রামে রবিবার চার বছরের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।ঘটনা জানাজানি হতেই প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অভিযুক্তকে ধরে চলতে থাকে বেধড়ক মারধর। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গুড়াপ থানার পুলিশ।মৃত শিশুটির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে গুড়াপ থানার পুলিশ।ধৃতের নাম অশোক সিং,বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। পুলিশ অভিযুক্তকে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া হাসপাতালে ভর্তি করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ চোপা গ্রামে তার শিশু কন্যাকে বাড়িতে খুঁজে না পেয়ে শিশুটির বাবা আশেপাশে

ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত অশোক সিংয়ের বাড়ি।

খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রতিবেশীর বাড়িতে ওই শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন ভাবে তার বাবা উদ্ধার করে। শিশুটিকে ধর্ষণের পর রক্তাক্ত ও অচৈতন্য অবস্থায় অভিযুক্ত ওই প্রতিবেশীর বাড়িতে মশারি ও কম্বল চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ।ঘটনা প্রকাশ্যে আসা মাত্রই প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অভিযুক্তকে ধরে চলতে থাকে বেধড়ক মারধর।তৎক্ষণাৎ খবর যায় গুড়াপ থানায়। খবর পাওয়া মাত্রই গুড়াপ থানার টহলদারি ভ্যান সঙ্গে সঙ্গে চোপা গ্রামে পৌঁছায় এবং শিশুটির পিতাকে সঙ্গে নিয়ে ওই শিশুটিকে ধনেখালি হাসপাতালে নিয়ে আসে।হাসপাতালের ডাক্তারবাবু ওই শিশুটিকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযুক্তকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। এই ঘটনার পর গুড়াপ থানা সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির বাবার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পকসো আইনে ধর্ষণ এবং খুনের মামলা রুজু করে। অভিযুক্ত অশোক সিং বাড়িতে একাই থাকত। পেশায় দিনমজুর। বিয়ে হয়েছিল দু'বার। নেশা করত। স্বভাব চরিত্র ভালো না হওয়ায় তার দু'জন স্ত্রীই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। অশোকের বিরুদ্ধে ২০০৬ সালেও এক শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা

(এরপর দুয়ের পাতায়)

এক নজরে

● আবারও মমতা ম্যাজিক। রাজ্য বিধানসভা উপনির্বাচনে ছ'টি কেন্দ্রেই জয়জয়কার তৃণমূলের,সবুজ ঝড়ে কুপোকাত বিরোধীরা। প্রবল উচ্ছ্বাস ঘাসফুল শিবিরে।

● ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিষেক হওয়া এখনই দরকার। আমি পুলিশ মন্ত্রী ও উপ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই মুহূর্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দেখতে চাইছি'', বললেন হুমায়ুন কবির।

● চলে গেলেন পথের পাঁচালি'র 'দুর্গা' উমা দাশগুপ্ত।

● ''স্ট্রং অল্টারনেটিভ পেয়ে গেলেই মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখান করবে'', ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

● ছবি বিকৃত করে সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগ,অবসাদে আত্মঘাতী ১৩ বছরের নাবালিকা।জামালপুর এলাকার ঘটনা।

● লোহা পাচারের অভিযোগে দুর্গাপুরে গ্রেফতার ২ তৃণমূল নেতা।প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়।

● ''ব্যাগ গুছিয়ে রেখে দিন,সুন্দরবনে বাঘ পাহারা দিতে পাঠাব'',পুলিশের একাংশকে নিশানা করে তোপ দাগলেন কুণাল ঘোষ।

● ''বিশ্বভারতীতে পড়াশোনার থেকে বেশি পলিটিক্স ঢুকে রয়েছে'', মন্তব্য করলেন বীরভূমের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়।

● দলের মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার মানিকচকের দক্ষিণ চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান শক্তি মন্ডল।

● লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা দু'হাজার করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে চিঠি দিলেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোর্তিময় সিং মাহাতো।

● ধনেখালির কাঁকড়াখুলী ও মল্লিকপুর সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।

● ''আমরা জমিদার নই,মানুষের পাহারাদার'',রাজ্য বিধানসভা উপনির্বাচনে বিপুল জয়ের পর সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● বিষ্ণু মাল হত্যাকাণ্ডে ঐতিহাসিক রায় দিল চুঁচুড়া আদালত। খুনের ঘটনার ৪ বছর পর ৭ জনের ফাঁসি ও ১ জনের ৭ বছরের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত।

● মাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে মালদার হবিবপুর থানার আইহো এলাকায়।প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়।মৃতের নাম আরতি সিংহ (৫৫),অভিযোগ ছেলে কৌশিক সিংহের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ।অভিযুক্ত ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ। খুনের কারণ এখনও স্পষ্ট হয়নি।ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু

(এরপর চারের পাতায়)

পুলিশের জালে আন্তঃরাজ্য গরু পাচার চক্রের পান্ডারা

নিজস্ব প্রতিবেদন - আন্তঃরাজ্য গরু পাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগে

বৈদ্যপুর গ্যারেজ মোড় থেকে ১৫ নভেম্বর ৮ জনকে গ্রেফতার করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের কালনা থানার পুলিশ।ধৃতরা হরিয়ানার বাসিন্দা।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে গরু চুরি করার অভিযোগ রয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত অক্টোবর মাসের ২০ তারিখ কালনা শহর থেকে রাতের অন্ধকারে একটি গরু পিকআপ ভ্যানে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নজরে আসলে তিনি

(এরপর দুয়ের পাতায়)

বিপজ্জনক সেতু,উদাসীন কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা - ধনেখালির কানানদী মোড় থেকে খানপুর

যাবার পথে কানানদী মোড় থেকে কিছুটা দূরেই ডিভিসি ক্যানেলের ওপর দীর্ঘদিন ধরেই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে সেতুটি।যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।বিপজ্জনক সেতু সম্পর্কে সতর্ক করে নোটিশ দিয়েই দায় সেরেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ,সেতুটি সংস্কারের কোনো উদ্যোগ এখনও চোখে পড়ছে না, অভিযোগ।সেতুটি অবিলম্বে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, চাইছেন এলাকার মানুষজন।

অস্তাচলে অরুণ

বিজুরিকা চক্রবর্তী - চলে গেলেন বিখ্যাত কবি অরুণ চক্রবর্তী, রেখে গেলেন তাঁর

ঝুলি ভরা অক্ষর-মালায় বোনা অপূর্ব সব কীর্তিগাঁথা এবং সেই কালজয়ী সৃষ্টি,

(এরপর চারের পাতায়)

ধনেখালিতে অনুষ্ঠিত হল জয় জোহার মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা - হুগলি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং ধনেখালি

ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ভাস্তাড়া ফুটবল মাঠে দু'দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত

(এরপর চারের পাতায়)

গুড়াপ থানার ওসি বাপি হালদারের হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

খবর সোজাসুজি
Volume-2 ● Issue- 12 ● 30 November, 2024

মেকি দরদ

ভোট আসে ভোট যায়। সরকারের পরিবর্তন হয় কিন্তু চাষীদের অবস্থার উন্নতি হয় না। চাষীরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে যায়। ভোটের সময় রাজনৈতিক নেতাদের মুখে চাষী ভাইদের জন্য কত সুন্দর সুন্দর কথা শুনতে পাওয়া যায়।চাষীদের জন্য কত মায়া কান্না। চাষীদের জন্য যেন দরদ উথলে ওঠে। আর ভোট মিটে গেলেই সব শেষ। মুখেই চাষী প্রেম।বাস্তবে কিন্তু তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। চাষ ও চাষীকে বাঁচাতে সরকারের কোনো সদর্থক ভূমিকা চোখে পড়ছে না। কি রাজ্য কি কেন্দ্র,এ ব্যাপারে কেউ কম যায় না।চাষীদের প্রকৃত সমস্যার কথা কেউ ভাবছে না। তারা ভাবছে কৃষক বন্ধু বা কৃষক সম্মান নিধি দিলেই হয়ে যাবে,ফসলের এমএসপি দরকার নেই। এদিকে দিন দিন বেড়েই চলেছে চাষের খরচ।চাষ করতে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ কৃষক পরিবার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ঘোষিত হয়নি ফসলের নূন্যতম সহায়ক মূল্য। চাষী ফসলের সঠিক দাম পাচ্ছে কিনা সে নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যাথা নেই। এদিকে রাসায়নিক সার,কীটনাশক ওষুধের দাম বেড়েই চলেছে। সার নিয়ে চলছে কালোবাজারি। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী চাষীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বেশি দামে সার বিক্রি করে মুনাফা লুটছে। এই আলু চাষের ভরা মরশুমে চারিদিকে চলছে সারের একটা কৃত্রিম সংকট। ১৪৭০ টাকার সার বিক্রি হচ্ছে ১৯০০/২০০০ টাকায়ঙ্ঘ।সঙ্গে আবার ট্যাগ।চাষীদের পাকা রসিদও দেওয়া হচ্ছে না।আর বেশি দাম না দিলে আপনি সার পাবেন না। অগত্যা বেশি দাম দিয়েই রসিদ ছাড়া চাষীরা সার কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এ ভাবেই চাষীদের লুট করে ফুলেফেঁপে উঠছে। আর সব জেনেশুনেও প্রশাসন চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে আছে। চাষীর ফসলের দাম বাড়লে যারা রে রে করে মাঠে নেমে পড়ে দেখা নেই টাস্ক ফোর্সের সেই সব কর্তা ব্যক্তিদের।সারের দামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বীজ আলুর দাম। আলু বীজ নেওয়ার জন্য চাষীরাও প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ফলে ব্যবসাদাররাও পেয়ে বসছে,নিচ্ছে ইচ্ছে মতো দাম। আলু বীজের দামেও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যে যেমন পারছে নিচ্ছে। ২০০০ টাকার আলু বীজ কোথাও ৪০০০ আবার কোথাও ৩৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সার ও আলু বীজের দাম নিয়ন্ত্রণে একটাও কথা নেই মা মাটি মানুষের সরকারের। মুখে সবাই কুলুপ এঁটে বসে আছে। মার্কেটে দেখা নেই টাস্ক ফোর্সের। খাবার আলুর দাম বাড়লে বাজারে দেখা যায় টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের। কিন্তু সারের কালোবাজারি রুখতে কিংবা আলু বীজের দাম নিয়ন্ত্রণে সেভাবে বাজারে দেখা যায় না টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের। চাষীদের স্বার্থে টাস্ক ফোর্স যদি মার্কেটে নামত তাহলে হয়তো চাষিরা ন্যায্য মূল্যে সারটা পেত। আলু বীজের দামও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকত।কিন্তু না,চাষীদের স্বার্থে সরকারের সেরকম কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। মুখেই কৃষক প্রেম,বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। ক্রমশ খসে পড়ছে মুখোশ।

(প্রথম পাতার পর)

ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ

গেছে।মৃত শিশুকন্যার বাবা-মাও পেশায় দিনমজুর,অভাবের সংসার। তাদের আট বছরের একটি ছেলেও রয়েছে। কেসটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এই কেসের তদন্তভার ধনেখালির সার্কেল ইন্সপেক্টরের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনার খবর পাওয়ার পর রাতেই হুগলির পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন এবং অন্যান্য পদস্থ অফিসাররা ঘটনাস্থলে আসেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্থানীয় মানুষজন এবং মৃত শিশুটির পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। হুগলির পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন এই কেসের তদন্তের সহায়তার জন্য ডিএসপি ডি এন্ড টি প্রিয়ব্রত বক্সীর নেতৃত্বে হুগলি জেলার অভিজ্ঞ অফিসারদের নিয়ে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গড়ার নির্দেশ দেন।সোমবার শিশুটির মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য চুঁচুড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু চুঁচুড়া থেকে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য নিহত শিশুটিকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শিশুটির মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয় এবং রাতেই মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। সোমবার সকালে নিহত শিশুটির পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন অসীমা পাত্র। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে সরব নিহত শিশুটির পরিবারও। অসীমা পাত্র চলে আসার পরেই সোমবার নিহত শিশুটির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান বিজেপির হুগলি জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার। নিহত শিশুটির পরিবারের সঙ্গে চোপায় দেখা করতে গেলে গ্রাম বাসীদের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপির জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার। এদিকে তদন্তে গতি আনতে মঙ্গলবার দুপুরে গুড়াপের চোপায় আসেন রাজ্য ফরেনসিক দলের বিশেষজ্ঞরা।ঘন্টা তিনেক ধরে অকুস্থল পরিদর্শন করেন রাজ্য ফরেনসিক দলের বিশেষজ্ঞরা। সেখান থেকে কিছু প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। হুগলি জেলা পুলিশ তদন্তের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে এই নারকীয় ঘটনায় দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তির জন্য ব্যবস্থা করবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অভিযুক্ত দোষ কবুল করেছে বলে তদন্তকারী অফিসাররা জানিয়েছেন। গণ প্রহারে কাহিল অভিযুক্ত অশোক সিং এখন পুলিশি প্রহরায় চুঁচুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাকে আদালতে হাজির করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

কুঁড়িকে ফুটতে দাও

পার্থ পাল

সাগরী দিদিমণি পরীক্ষা হলে নজরদারি করছিলেন। নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছে এক মনে। দেখা গেল, একটি সিট ফাঁকা। দিদিমণি জিজ্ঞাসা করে জানলেন ঐ সিটটি লাবনী নামের এক ছাত্রীর। কেন সে পরীক্ষা দিচ্ছে না জানতে চাইলে ওর বন্ধুরা মুখ টিপে হাসতে লাগল। দিদিমণি ধমক দিলেন। তাতে কাজ হল। একটি মেয়ে জানালো, লাবনীর নাকি বিয়ে ঠিক হয়েছে। তাই তার বাবা তাকে স্কুলে আসতে মানা করেছে। সাগরীম্যাম ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি লাবনীর বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে স্কুল ছুটির পর চলে গেলেন তাদের বাড়ি। দুয়ারে দিদিমণিকে দেখে ছুটে এল লাবনী। ম্যামকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে। “ ম্যাম আমি পড়ব। বিয়ে করব না। বাবা-মা জোর করছে। মারছে...। ”

ততক্ষণে বাড়ির উঠানে ভিড় জমেছে। হাজির হয়েছে লাবনীর বাবাও। তিনি তর্জনী উঁচিয়ে তর্জন করলেন, “আমার মেয়ে। আমি কখন তার বিয়ে দেবো সেটা আমার ব্যাপার। আপনার অত মাথাব্যথা কিসের? আপনি দিদিমণি। ইস্কুলে পড়ান। ওটা নিয়েই থাকুন। ” দিদিমণি খানিক ঘাবড়ে গিয়েও রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, “ সরকারি আইন আছে দাদা। Child marriage act। মেয়েদের ১৮ আর ছেলেদের ২১ বছর বয়সের আগে বিয়ে দিলে সে আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতে পারে। ২০০৬ সাল থেকে এ আইন দেশে চালু আছে। একজন শিক্ষিকা হিসাবে এটা দেখা আমার কর্তব্য। স্থানীয় প্রশাসন জানতে পারলে কখনোই এ বিয়ে হবে না। লাবনীর বাবা এবার চন্দ্রমূর্তি ধারণ করলেন। গলা সপ্তমে চড়িয়ে তিনি গর্জন করলেন, “ যা পারেন করে নিন। এ বিয়ে হবেই। পার্টি সঙ্গে থাকলে আবার প্রশাসন কী! এক্ষুনি কেটে পড়ুন এখান থেকে। ”

সাগরী ম্যাডাম ফিরে এলেন। কিন্তু হাল ছাড়বেন না বলে ঠিক করলেন। পরের দিন স্কুলে ছুটি ছিল। কিন্তু সাগরীদির কললিস্টে ছুটি ছিল না। সকাল থেকে আসতে থাকল একের পর

এক ফোন। কোনোটা প্রধান শিক্ষিকার, কোনোটা স্কুল সভাপতির, কোনটা আবার ওই এলাকার স্বনামধন্য সমাজসেবীর। প্রত্যেকের বক্তব্য এক। এ ব্যাপারে আর এগোনো চলবে না। অন্যথায় দিদিমনির জীবনধারাও গরগর করে চলবে না। অবশেষে পারিবারিক চাপে পরে, সবার কথা ভেবে সাগরীদি বাল্যবিবাহের ঘটনাটি থেকে মনকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন।

অথচ সারা বিশ্বের মতো, দেশ তথা রাজ্যেও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে উদ্যোগের অভাব নেই। কেন্দ্রে যদি থাকে ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’, তবে রাজ্যে আছে ‘কন্যাশ্রী’। কেন্দ্রীয় ‘সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা’ প্রকল্পে জমা টাকায় সুদের হার রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ। কন্যাশ্রী প্রকল্পে ১৩ থেকে ১৮ বছরের সব পড়ুয়া মেয়েকে বছরে ৭৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। ১৮ বছরের আগে বিয়ে না করে পড়া চালিয়ে গেলে দেওয়া হয় এককালীন ২৫ হাজার টাকা। প্রত্যেক স্কুলে আছে ‘কন্যাশ্রী ক্লাব’। যার কাজ এমন লুকিয়ে চুরিয়ে দেওয়া বাল্যবিবাহকে স্কুল তথা প্রশাসনের নজরে আনা। সরকারি এত তৎপরতা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহের ঘটনা এখন কমন। কিন্তু কেন!

উত্তরটা পাবেন অন্য আরেকটি কমন ঘটনায়। দেখা যাচ্ছে, টাকা পাওয়ার লোভে অনেক মেয়ে আঠারোর আগে বিয়ে করছে না। টাকা পাওয়ার পরেই কন্যা থেকে বদলে যাচ্ছে বধুতে। আঠারো বছর একদিন বয়স হলেই পালিয়ে বিয়ে করছে অনেকে। এটা একটা সামাজিক অসুখ। পাশ-ফেলবিহীন গয়ংগচ্ছ শিক্ষাব্যবস্থা আর মোবাইল ফোন সর্বস্ব জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছেলেমেয়েরা ভেবে কাজ করার অভ্যাস হারিয়ে ফেলছে। আর অভিভাবক, শিক্ষকদের মান্য করা তো সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রসমাজ কবেই ভুলে গেছে! তাই মাস্তুলহারা জাহাজের মতো তারা আঠারো আর একুশের গণ্ডি টপকানোর অপেক্ষা করছে মাত্র। আইনি ঝামেলা এড়ানো আর কন্যাশ্রীর টাকার লোভ তাদের এই বয়স অবধি অপেক্ষা করাতে পারছে। এটুকুই সরকারি সাফল্য।

স্কুলের সেই ঘটনাটার কথা সাগরী দিদিমণি ভুলেই গিয়েছিলেন। সেদিন ক্লাস থেকে ফেরার পথে অফিসের সামনে লাবনীকে দেখে চমকে উঠলেন। শীর্ণ চেহারা ; কোলে বাচ্চা। পাশে লাবনীর বাবা। ম্যাডামকে দেখতে পেয়ে তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন, “ বড় ভুল করেছি দিদিমনি। মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে শান্তি পেল না। অভাবে খাওয়া পড়ারও সমস্যা। জামাই পেটের দায়ে পরিযায়ী শ্রমিক। এদিকে, কোলে বাচ্চাটাও এসে গেছে। মেয়ে আর ওখানে এখন যাবে না বলছে। আমিও মেনে নিয়েছি। আবার ওকে ভর্তি করাবো এখানে। ও পড়বে।”

যাত্রাপালায় ‘ বিবেক ’

প্রভাস পাল

যাত্রাপালার একটি দৃশ্যে ধনীর বাড়িতে দারোয়ানের চাকরি করে পুত্র। ছুটিতে বাড়িতে এসে বৃদ্ধ বাবা-মার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে, “ তোমরা কী করেছ আমার জন্য? ” তখনই বিবেক যাত্রা আসরে প্রবেশ করে। পুত্রের দিকে আঙুল তুলে সে বলে,

- (ও যে) দু’কান কাটা তকমা আঁটা
ধনীর দারোয়ান।
ধর্মকে খেয়েছে গিলে
পিতা স্বর্গ গেছে ভুলে
জীর্ণ কুঠির ছেড়ে ধনীর ইমারতে
করে আরাম।
(ও যে) বোকা গাধা কণ্ঠসাধা গায় -
মুনিবের জয় গান।

যাত্রাপালায় নায়ক-নায়িকা, খলচরিত্র, উদারচেতা যুবক, মদ্যপ কৌতুকাভিনেতা, সমাজসেবী চরিত্রের মত বিবেক চরিত্রও অপরিহার্য। বিবেক ছাড়া যাত্রাপালা লবণ ছাড়া তরকারির মত বিস্বাদ, বিরক্তিকর, আলগা। দুর্দান্ত খলনায়কের হুংকারও বিবেকের গানের বাক্যযন্ত্রণার কাছে ম্রিয়মাণ। আসরে হয়তো আগের দৃশ্যে দর্শক খুশিতে হাততালি দিয়েছে। পরের দৃশ্যে খলচরিত্রের অত্যাচারে দর্শকের হৃদয়ও ভারাক্রান্ত। চোখের জল বাধা মানছে না। মুক্তির পথ খুঁজছে। তখনই বিবেকের প্রবেশ। বিবেক তখন মুক্তিদাতা, আপনজন। কথার চাবুক মেরে অত্যাচারীর শুভবোধ জাগ্রত করে বিবেক। দর্শকের কাছে এই চরিত্রটি তখন ন্যায়ধর্ম রক্ষাকারী, সত্যের পূজারী। সে

তখন বিপদগ্রস্থের রক্ষক। অত্যাচারীকে বাক্যবানে বধ করে সে বুঝিয়ে দেয় - তুমি অত্যাচারী, তোমার পতন অনিবার্য।

যাত্রাপালায় লোকশিক্ষা হয়। সেই শিক্ষালয়ে বিবেক চরিত্রটি শিক্ষক। বিবেকের গান-কষাঘাতে খলনায়কের অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়। শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও সংশোধন । দর্শকও শিক্ষা নেয় ; ঠিক বেঠিক নির্ণয় করে। সাবধান, সতর্ক, সংযত হওয়ার শিক্ষা নেয়। সত্যহারা মানুষ মিথ্যা ফাঁদে পা দিলেই পতন অনিবার্য। যাত্রাপালায় বিবেক অগ্নিতে ঘি ঢালে না; জল ঢেলে শান্ত করে, শান্তি বজায় রাখে। পালায় সন্তানহারা মা সন্তান ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে মন্দিরে ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠোকে। তখনই বিবেক আসে আসরে-

ঝরিয়া গিয়াছে হায়
তোমার আশার ফুল বিথীকাটি
নিরাশার ঝটিকায়।
আসিবে না ফিরে, আসিবে না আর
যত ডাকো তারে ফেলি আঁখিধারা
চলে গেছে সে যে দূর হতে দূরে।

বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ায় সুদখোর মহাজন। অর্থের যোগান দেয় বন্ধু হয়ে। পরে ফিরে এসে চায় অর্থের পরিশোধ। না দিলেই জমি বা ভিটে লিখে দেওয়ার দাবী জানায়। ভয় দেখায়, কেউ রক্ষা করতে আসবে না। তখনই আসে বিবেক-

দেখতে এদের মানুষ তবু
মানুষ এরা নয়,
চিনতে এদের ভুল কখনো না হয়।
ত্রেতা যুগে এরাই ছিল
কালনেমি, রাবণ -
দ্বাপরেতে সাজলো আবার
শকুনি, দুর্যোধন!

গ্রামীণ যাত্রাপালা অনুষ্ঠানের আয়োজনকারী উদ্যোক্তারা ড্রেস কোম্পানি থেকে ড্রেস এবং মেকআপ ম্যান ভাড়া করে। এদের সঙ্গে যায় অভিনয় ও গান জানা এক ব্যক্তি। উনিই বিবেক। বিবেক আসলে বুক ফুলিয়ে, আঙুল উঁচিয়ে গর্জে উঠে অবিবেচককে করে তোলে বিবেকবান। সেখানেই বিবেক চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা।

(প্রথম পাতার পর)

পুলিশের জালে আন্তঃরাজ্য গরু পাচার

সঙ্গে সঙ্গে থানাতে খবর দেন। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ওই গাড়িটিকে ধাওয়া করে।গাড়িটি গরু চুরি করে পালিয়ে যাবার সময় পুলিশকে চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করে এবং ঢিল ছুড়ে পুলিশদের আহত করে এবং গার্ডওয়েল ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।শেষে পুলিশের তাড়া খেয়ে জামনা ব্রিজের কাছে গাড়িটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা।পুলিশ গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে এবং চুরি যাওয়া গরুটিকে উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দেয়।পুলিশ তদন্ত নামে এবং ১৫ নভেম্বর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই গরু চোরদের গ্রেফতার করে।এই আন্তঞ্জরাজ্য গরু চোরেরা ধরা পড়াতে বিভিন্ন থানা এলাকার গরু চুরির কিনারা হবে বলে মনে করছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

আজিবুল সেখ,পূর্বস্থলী - নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে পূর্বস্থলী উত্তর

চক্রের বেলেরহাট উখরা নরেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে রবিবার অনুষ্ঠিত হল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা।মূলত পিছিয়ে পড়া গ্রাম অঞ্চলের ছাত্র ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক মনস্ক করার উদ্দেশ্যে এই মহতী উদ্যোগ।উপস্থিত ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবদের মধ্যে উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত।সমিতির সম্পাদক ভগবান দাস বলেন, "নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সারাবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে যাতে করে ছাত্র ও ছাত্রীরা তাদের প্রতিভা তুলে ধরতে পারে।আগামী ১লা ডিসেম্বর পারুলিয়া কুলকামনি উচ্চ বিদ্যালয়ে জোনাল স্তরের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এখান থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী উক্ত জোনাল স্তরে অংশ গ্রহণ করবে। তার পর রাজ্য স্তর পর্যন্ত প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে।"

ওঁয়াড়িতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত ইতিহাস মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ থানার ওঁয়াড়ি গ্রামে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা বিপ্লবী

বটুকেশ্বর দত্তের জন্মভিটায় ১৮ থেকে ২০ নভেম্বর তিন দিন ব্যাপী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত ইতিহাস মেলা।পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বটুকেশ্বর স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও গ্রামবাসীবৃন্দের পরিচালনায় আয়োজিত এই মহতী ইতিহাস মেলার তৃতীয় তথা শেষ দিন বিকাল তিনটা থেকে কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ দামোদর সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের পরিচালনায়। জন্মভিটায় নির্মীয়মান পর্যটন কেন্দ্রের একটি কক্ষে দুই বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগত সিং এর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, কর্মযজ্ঞের এখনো অনেক কিছু বাকি থাকলেও সুচারু দৃষ্টি নন্দন পর্যটন কেন্দ্র অবশ্যই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে আগামী দিনে, এটা আশা করাই যায়। তিন দিনের এই ইতিহাস মেলায় বটুকেশ্বর দত্তের সংগ্রামী জীবনের উপর আলোকপাত, আলোচনা,বক্তব্য, দক্ষিণ দামোদর ও বর্ধমানের ইতিহাসের উপর আলোচনা, স্বাস্থ্য শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিগান, বাউল, নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সংগীত, কুইজ, নৃত্য, সঙ্গীত, অঙ্কন, যেমন খুশি সাজো ইত্যাদির সঙ্গে কবিতা উৎসবও ছিল আকর্ষণের কেন্দ্র। কবিতা উৎসবে প্রায় চল্লিশ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। মহম্মদ আকবর আলি, সেখ হাসানুজ্জামান, সেখ মহম্মদুল হক, ডাঃ সেখ সাবের আলি, মহম্মদ হারুন অল রশিদ, ইন্নাত আলি মিদ্দা, জিকরিয়া মন্ডল, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, সুশান্ত কাঞ্জিলাল, শ্যামা প্রসাদ চৌধুরী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুফি রফিক উল ইসলাম, বিকাশ যশ, স্বপন কুমার মন্ডল, কানাই লাল বিশ্বাস, সেখ মহম্মদ আমিন, সেখ ইমরান, সেখ মাসুদ করিম, সেখ জাহাঙ্গীর, দিলীপ যশ, আঁখি দে, রীনা কুন্ডু, শর্মিষ্ঠা মোদক, সেখ মালেক জান, সেখ আজিমুল হক, উত্তম কর্মকার, গুরুপদ সাঁতরা, সেখ আমির আলি, সৌমিলি মন্ডল, নাফিসা আলি, সেখ নাজমুল হোসেন,সরজিৎ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সেখ নাজমল হক এবং সেখ জাহাঙ্গীর।

ট্যাব কান্ডে এবার বিহারের এক যুবককে গ্রেফতার করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন - ট্যাব কান্ডে এবার বিহারের এক প্রতারককে শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।ট্যাব কান্ডে সাইবার ক্রাইম মামলা নং ০৮/২৪-এ এসআইটি পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ গত বৃহস্পতিবার ২১ নভেম্বর বিহারের কিশানগঞ্জ জেলার পোথিয়া থানার মিলনচক কচা খোয়া এলাকার বাসিন্দা রবীন্দ্র প্রসাদ সিংহ (৩৪)কে গ্রেফতার করেছে।তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানা এলাকা থেকে।ট্যাব কান্ডে এই প্রথম ভিন রাজ্যের বাসিন্দা রবীন্দ্র প্রসাদ সিংহকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাঁকে বর্তমানে তদন্তের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি আদালত থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে পূর্ব বর্ধমানে নিয়ে আসা হয়েছে।সিংহকে ২২ নভেম্বর বর্ধমান

কোর্টে হাজির করা হয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,প্রকৃত উপভোক্তাদের পরিবর্তে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট জোগাড় করাতে রবীন্দ্র প্রসাদ সিংহের ভূমিকা ছিল।

ধোঁয়ায় ঢাকছে আকাশ।বাতাসে মিশছে বিষ প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হুগলি ও বর্ধমানের বিভিন্ন ব্লকে জমিতে নাড়া পোড়ানো চলছেই। নির্বিকার প্রশাসন। ধনেখালির কানানদী এলাকার ছবি।

দু'বছর পর নিখোঁজ নাবালককে বিহার থেকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল গুড়াপ থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন - দু'বছর পর নিখোঁজ নাবালককে বিহার থেকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল গুড়াপ থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখে রোশন সাউ নামের একটি নাবালক বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে কোথাও চলে যায়। ছেলেটি থাকতো গুড়াপ থানার অন্তর্গত ভাস্তাড়া গ্রামে তার মাসির বাড়িতে।এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রোশন সাউয়ের মেসোমশাই ভোলা সাউ এর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে গুড়াপ থানায় একটি কেস রুজু হয়,যার নম্বর ০১/২০২৩, তারিখ ০২/০১/২০২৩, ধারা ৩৬৩ আইপিসি। এবং এই কেসের ভিত্তিতে নাবালক ছেলেটির খোজ শুরু করে গুড়াপ থানার পুলিশ। দীর্ঘ দিন খোঁজ চালানোর পর গত ১২ তারিখে তার খোঁজ পাওয়া যায় বিহারে।এই কেসের তদন্তকারী অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর বিনয় বিশ্বাস বিশেষ সূত্র মারফত খবর পেয়ে বিহার রাজ্যের মোজাফফরপুর জেলার ভগবানপুর থানার হারবাঞ্জপুর গ্রাম থেকে ওই নাবালক বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে এবং গত ১৪ তারিখ

তাকে চুঁচুড়া আদালতে পাঠানো হয়।বিচারক ওই বালককে তার আত্মীয়ের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন।সেই আদেশ মোতাবেক বালকটিকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয় গুড়াপ থানার পুলিশ। দীর্ঘ দু'বছর পরে নিখোঁজ বালকটিকে ফিরে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত তার পরিবার।এবং হুগলি জেলা পুলিশের এই প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত সাধুবাদ জানিয়েছে বালকটির পরিবার।গুড়াপ থানার পুলিশের ভূমিকায় খুশি এলাকার মানুষজন।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা - চোলাই মদের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান গুড়াপ থানার পুলিশের।চলছে ধরপাকড়।গুড়বাড়ি এলাকায় অবৈধ চোলাই মদের ঠেক খুঁজতে ড্রোনও ব্যবহার করছে আবগারি দপ্তর ও গুড়াপ থানার পুলিশ।বুধবার সন্ধ্যায় গুড়াপ থানার গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহিষগড়িয়া গ্রামে যৌথ ভাবে চোলাই মদ তৈরির বিরুদ্ধে অভিযান চালায় গুড়াপ থানা ও আবগারি দপ্তর।এই অভিযানে প্রায় ৩০০ লিটারেরও বেশি ফার্মেন্টেড ওয়াশ অর্থাৎ চোলাই মদ তৈরির কাঁচামাল বাজেয়াপ্ত ও নষ্ট করা হয়।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ১ নম্বর ব্লকের নান্দাইয়ে জয় জোহার মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং বর্ধমান পূর্বের সাংসদ শর্মিলা সরকার।

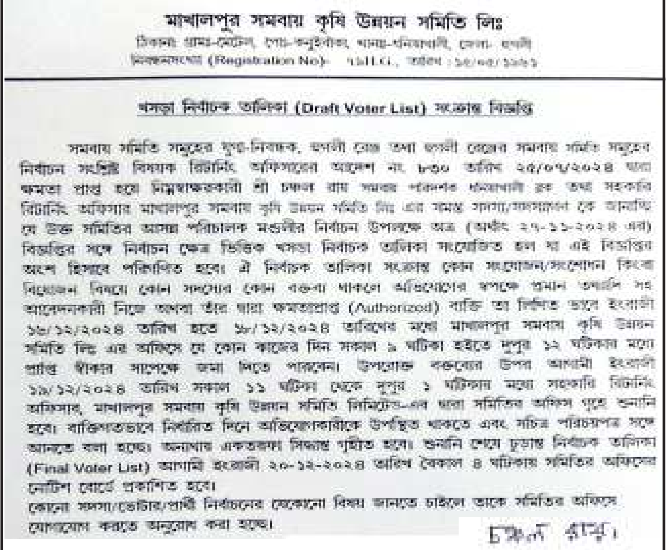
মাখালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
ঠিকানা: গ্রাম-মেটেল, পোঃ-কনুইবাঁধ, থানা-ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী
নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No)- [illegible]

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৮৩০ তারিখ ২৫/০৭/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী শ্রী চঞ্চল রায় সমবায় পরিদর্শক ধনিয়াখালি ব্লক তথা সহকারি রিটার্নিং অফিসার মাখালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণ কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষে অত্র (অর্থাৎ ২৭-১১-২০২৪ এর) বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচন ক্ষেত্র ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমান তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorized) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজী ১৬/১২/২০২৪ তারিখ হতে ১৮/১২/২০২৪ তারিখের মধ্যে মাখালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ৯ ঘটিকা হইতে দুপুর ১২ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজী ১৯/১২/২০২৪ তারিখ সকাল ১১ ঘটিকা থেকে দুপুর ১ ঘটিকার মধ্যে সহকারি রিটার্নিং অফিসার, মাখালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে নির্ধারিত দিনে অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে এবং সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজী ২০-১২-২০২৪ তারিখ বৈকাল ৪ ঘটিকায় সমিতির অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
কোনো সদস্য/ভোটার/প্রার্থী নির্বাচনের যেকোনো বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

চঞ্চল রায়
চঞ্চল রায়
সহকারি রিটার্নিং অফিসার

তারিখ ঃ ২৭-১১-২০২৪

মাখালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

বিরসা মুন্ডা'র ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জামালপুর কিষাণ মান্ডিতে জয় জোহার মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথি দে, জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ছবি আঁকায় রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় বাঁকুড়ার অন্বেষা

নিজস্ব সংবাদদাতা - বাঁকুড়ার যামিনী রায় ও রামকিংকর বেইজ নিজেদের সৃষ্টি ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মাধ্যমে অবাক করে দিয়েছিলেন গোটা বিশ্বকে।এই দুই বিশ্ব বরেণ্য প্রতিভা নিজেদের সৃষ্টিকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন এবং স্বতন্ত্র শিল্প ঘরানার জন্ম দিয়েছিলেন যা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।এবার তাদের উত্তরসূরি হিসেবে নিজেকে প্রমান করলো বাঁকুড়ার মেয়ে অন্বেষা।রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় বাঁকুড়ার নাম উজ্জ্বল করলো ছাতনার অন্বেষা।রাজ্য স্তরের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বাঁকুড়ার নাম উজ্জ্বল করল ছাতনার মেয়ে অন্বেষা। এবার সমগ্র শিক্ষা মিশনের রাজ্যব্যাপী কলা উৎসব ২০২৪ এর ভিজুয়াল আর্টস বিভাগে রাজ্যস্তরে দ্বিতীয় হল ছাতনা ব্লকের ঝাঁটিপাহাড়ি এলাকার মেয়ে অন্বেষা রক্ষিত। সম্প্রতি কলকাতার সল্টলেক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের রাজ্য স্তরের এই প্রতিযোগিতায় সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।অন্বেষার ছবি আঁকার বিষয় ছিল " মাটির ঘরে মাটির মা" অর্থাৎ বাঁকুড়ার আদিবাসী সম্প্রদায় পরিবারের বাড়ির সাথে আদিবাসী নৃত্য , ধামসা মাদলের এক দৃশ্য। আর এই অভিনব ভাবনায় আসে সাফল্য।

ছাতনার ঝাঁটিপাহাড়ি প্রীতি কল্যাণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী অন্বেষা। পরিবারের পাশাপাশি খুশির হাওয়া তার স্কুলেও।এই দিন অন্বেষার মা শম্পা রক্ষিত জানান, মেয়ে চার বছর বয়স থেকেই ছবি আঁকা শুরু করে। আজ মেয়ে এই সাফল্যে পাওয়ায় আমরা খুশি। অন্বেষার অংকন শিক্ষক দিব্যেন্দু কুন্ডু বলেন অন্বেষার ছবি আঁকার প্রতিভা প্রথম থেকেই, আমরা তার মধ্যে শিল্পসত্তার অভ্যাস পাই। আগামী দিনে সে আরো এগিয়ে যাবে এই আশা রাখি। অন্যদিকে এই দিন অন্বেষার স্কুল ঝাঁটি পাহাড়ি প্রীতিকল্যাণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নন্দিনী প্রতিহার বলেন, অন্বেষা এর আগে জেলা স্তরের কলা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল। এবার রাজ্যস্তরে দ্বিতীয় হওয়ায় আমরা গর্বিত। তবে এত সবের মধ্যেই অন্বেষার ইচ্ছা ভবিষ্যতে সে ছবি আঁকা নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হতে চায়।

অস্তাচলে অরুণ

(প্রথম পাতার পর)

"তু লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা.. "।প্রায় ৮০ বছর বয়সেও অরুণ কবি ছিলেন চির তরুণ ও প্রাণোচ্ছল। মিশে যেতে পারতেন সকলের সঙ্গে। জীবনের শেষ কিনারায় দাঁড়িয়েও কবি আনন্দের রেশ টুকু পুরোপুরি আস্বাদন করেছেন। যোগ দিয়েছেন শুক্রবার কলকাতার 'মোহরকুঞ্জ উৎসব'-এও। আর তারপরেই রাতে বাউল কবির নশ্বর দেহ নিজ গৃহের পরিবার ও বাইরের বৃহৎ পরিবারকে ত্যাগ করে হঠাৎই মহা অনন্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে,পিছনে ছড়িয়ে রেখে অসংখ্য মণি মুক্ত।শুক্রবার গভীর রাতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। চুঁচুড়ার ফার্ম সাইড রোডের বাড়িতেই ছিলেন তিনি। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন 'লাল পাহাড়ির দেশে যা'-র স্রষ্টা। বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,অরুণ চক্রবর্তী ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর স্টেশনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মহুয়া ফুলের গাছ ও ফুল দেখতে পান। শ্রীরামপুরে মহুয়া গাছ ও ফুলকে দেখে বড্ড বেমানান মনে হয়েছিল তাঁর।তাঁর মনে হয়েছিল বাংলার ধান,আলু উৎপাদনের অঞ্চলে মহুয়া ফুলের গাছ কেন থাকবে, মহুয়া তো লাল পাহাড়ের রানি,এই গাছকে সেখানেই মানায়।মহুয়া তো লাল মাটির গাছ।আর তার পরেই তিনি 'লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা, হিতাক তুকে মানাইছে নাই রে, এক্কেবারে মানাইছে নাই রে ...' গানটি রচনা করেন।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করেছিলেন অরুণ।চাকরি করতেন হিন্দুস্তান মোটরে। সঙ্গে লেখালিখিও করতেন। তাঁকে পরিচিতি এবং খ্যাতি এনে দিয়েছিল 'লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙা মাটির দেশে যা'। ওই কবিতা পরে গান হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও অরুণের পরিচিতি তৈরি করে দেয় এই গান। বাংলার লোকসংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করতেন অরুণ।শনিবার সকাল ১১ টা নাগাদ চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে তার মরদেহ নিয়ে আসা হয় , সেখানে সমাজের সমস্ত বিশিষ্ট মানুষেরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানায়।সকলের মুখে একই কথা লাল পাহাড়ের সুরেই অমর হয়ে থাকবেন কবি।এইতো এক সার্থক বাউলের জীবন। অরুণ কবি সকল বাঙালির মনে সূর্যের ন্যায় সর্বদা দীপ্যমান থাকবেন।

জয় জোহার মেলা

(প্রথম পাতার পর)

হল জয় জোহার মেলা।গত বুধবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী,হুগলির ডিএম মুক্তা আর্যা, এসডিও সদর হুগলি স্মিতা স্যানাল, ধনেখালির বিডিও রাজর্ষি চক্রবর্তী, ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক, ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ।

- মেমারি থানার নতুন ওসি হলেন প্রিতম বিশ্বাস।তিনি গুসকরা বিট হাউসের ওসি ছিলেন।
- জামালপুর থানার নতুন ওসি হলেন কৃপাসিন্ধু ঘোষ। তিনি শেয়ারাবাজার আউট পোস্টের ইনচার্জ ছিলেন।
- পুরশুড়া থানার নতুন ওসি হলেন শুভজিৎ দে। তিনি বদনগঞ্জ বিট হাউসের ইনচার্জ ছিলেন।
- ধনেখালি থানার নতুন ওসি হলেন কৌশিক দত্ত।তিনি ধনেখালি থানার সেকেন্ড অফিসার ছিলেন।
- ট্যাব কান্ডে বিহারের এক প্রতারককে গ্রেফতার করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।ধৃতের নাম রবীন্দ্র প্রসাদ সিংহ।তাকে শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।
- বছর চারেকের এক শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ বছর পঁয়তাল্লিশের প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।গ্রেফতার অভিযুক্ত।প্রবল উত্তেজনা।গুড়াপের চোপা গ্রামের ঘটনা।
- গুড়াপের চোপায় ধর্ষণ কান্ডে নিহত শিশুটির পরিবারের সঙ্গে সোমবার সকালে দেখা করতে এসে গ্রামবাসীদের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপির হুগলি জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার।
- গুড়াপের চোপায় ধর্ষণ কান্ডে নিহত শিশুটির পরিবারের সঙ্গে সোমবার সকালে দেখা করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে সরব অসীমা পাত্র।
- গুজবে কান দেবেন না,গুজব ছড়াবেন না।শান্তি শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন।সোস্যাল মিডিয়ায় কোনো কিছু শেয়ার করার আগে অবশ্যই তার সত্যতা যাচাই করবেন।

গুড়াপের চোপায় শিশু কন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে এবং ন্যায় বিচারের দাবিতে মঙ্গলবার গুড়াপ থানায় সিপিএমের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হল।উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের ধনেখালি এরিয়া কমিটির সেক্রেটারি সুনীল বাগ, সিপিএমের হুগলি জেলা নেত্রী বন্যা টুডু,সিপিএমের মহিলা সংগঠনের নেত্রী মাধবী বাউলদাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ডাকাতির ছক বানচাল করল ধনেখালি থানার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ৫ জন দুষ্কৃতীকে মঙ্গলবার রাতে ধনেখালির মির্জানগর এলাকা থেকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ভোজালি, লোহার রড উদ্ধার করেছে পুলিশ এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি মারুতি ওমনি গাড়ি।ধৃতদের একজনের বাড়ি গুড়াপের বসিপুর এলাকায়,নাম ষষ্টী কোড়া(৩৪)।এবং বাকি চার জন যথাক্রমে মোস্তাক আলি খন্দকার(২৬),বাড়ি দাদপুর থানার গোবিন্দপুরে,অরুপ পাখিরা(৫২),বাড়ি

দাদপুর থানার হারিটের হাদিলপুরে, সেখ সাবির(৩৩) বাড়ি - পোলবা থানার কাসওয়ারায় এবং কাদের মন্ডল (২৩) বাড়ি - দাদপুরের হারিট এলাকায়।ধৃতদের বুধবার চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com